দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির আশায় অর্থ দিয়ে চাকরি

২০০ শিক্ষক পরিবারের মানবেতর দিনযাপন

পুঠিয়া (রাজশাহী) উপজেলা সংবাদদাতা

বাড়ির ভিটা বিক্রি করে ধার-দেনা করে লাখ লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে বিনা বেতনে এমপিওভুক্তির আশায় প্রায় ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্থাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে কোনপ্রকার বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে ডজন খানেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার প্রায় ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি দাখিল মাদ্রাসা, ৩টি বিএম, একটি মহিলা কলেজ ও একটি ডিগ্রি কলেজ তাদের পাঠদান অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, ২টি দাখিল মাদ্রাসা, ১টি বিএম কলেজসহ ১১টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় যুগ পেরিয়ে গেলেও এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। বিনা বেতনেই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত চাকরি করে আসছে। অর্থাভাবে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক-কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন– শিক্ষা দান করেও বেতন-ভাতার আশায় প্রায় একযুগ ধরে শ্রম দিয়ে আসছি। কিন্তু এখনও সরকারের কোন সুনজরে আমরা আসতে পারিনি।

'প্রায় ১২ বছর বিনা বেতনে চাকরি করছেন'

অনেকেই এখনও আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন, একদিন তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে এবং বেতন-ভাতা পেয়ে সংসারে দুঃখের পর সুখের আলো আসবে। আবার অনেক শিক্ষকদের চাকরির বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানেও যোগদান করতে পারছেন না। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ জানান, প্রায় ১২ বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করছেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠদানের অনুমতি না থাকলেও আমরা এসএসসি পর্যন্ত পাঠদান চালাচ্ছি। বিভিন্ন স্কুলের নাম রেজিঃ দিয়ে এ স্কুল থেকে প্রতিবছর এসএসসিতে ভালো ফলাফল করছে। এত শ্রম দিয়ে আমরা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছি অথচ আজ আমাদের ঘরে সময় মত চুলোও জ্বলছে না। শতভাগ পাশ করার পরেও ধোপাপাড়া মেমোরিয়াল ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী শাখা এমপিওভুক্ত না হওয়ায় প্রায় ১২ জন শিক্ষক-কর্মচারী অর্থাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হাবিবুর রহমান জানান, বিভিন্ন এলাকায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিন ধরে বিনা বেতনে খেয়ে না খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করছেন এটা আমার কাছেও অনেক খারাপ লাগে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই।